ইউনিট ১৩

সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের প্রাথমিক ধারণা

Introduction of Macroeconomics

সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রে অর্থনীতিকে সামগ্রিকভাবে দেখার জন্য সামষ্টিক বিশ্লেষণের বিভিন্ন তাত্ত্বিক কাঠামো ক্ল্যাসিকাল, নয়া ক্ল্যাসিকাল কেইনসীয়তো বটেই এমনকি মার্কসীয় ধারণাকেও আশ্রয় করে গঠে উঠেছে। ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্র প্রধানত: নয়া ক্ল্যাসিকাল কাঠামোর উপরই নির্ভরশীল। নয়া ক্ল্যাসিকাল কাঠামোর সঙ্গে সামষ্টিক অর্থনীতির বিশ্লেষণের কাঠামোর মিশ্রণ নিয়েও তাত্ত্বিক অবয়ব দাঁড়িয়েছে। সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা এবং এই অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন উপাদান নিয়ে আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করবো। এই সঙ্গে থাকছে জাতীয় আয় ও তার পরিমাপ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা ও বাংলাদেশের জাতীয় আয় সম্পর্কিত চিত্র। জাতীয় আয় সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রেও যে বিবর্তন ঘটেছে সে আলোচনাও এখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে:

❒ পাঠ-১. সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র ও জাতীয় আয়

❒ পাঠ-২. জাতীয় আয়

❒ পাঠ-৩. জাতীয় আয় হিসাবের কয়েকটি দিক

পাঠ - ১

সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র ও জাতীয়আয়

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন –

- *সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের উদ্ভব কেন এবং কখন*
- *সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের উপাদান*
- *জাতীয় আয়ের ধারণা এবং বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের তথ্য*

সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট

ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্র যেখানে একক ভোক্তা, একক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, একক পণ্যের দামের উঠানামা, একক উদ্যোক্তার মুনাফা ইত্যাদি একক পর্যায়ের অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করে সেখানে সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র সামগ্রিক অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে থাকে। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণ কাঠামোতে সামগ্রিক অর্থনীতি থাকলেও তা পরবর্তীতে অব্যাহত থাকেনি। বিকাশের এক পর্যায়ে নয়া ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণ কাঠামোর ব্যাপক প্রভাবে ব্যক্তিক পর্যায়ে বিশ্লেষণ কাঠামোর মধ্যে সেটিও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

নয়া ক্ল্যাসিকাল কাঠামোতে একক ব্যক্তি বা উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষণই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের মতে বাস্তবে এটি সম্ভবও বটে। এই ধারার কোন কোন অর্থনীতিবিদদের মতে, জাতীয় অর্থনীতি বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। ব্যক্তির অর্থনীতিই অর্থনীতির কেন্দ্রীয় বিষয় এবং ব্যক্তিক অর্থনীতির যোগফল হিসাবে, কখনো কখনো প্রয়োজন পড়লে, সামষ্টিক অর্থনীতিকে দেখা যেতে পারে। ব্যক্তিক অর্থনীতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বাধীন এবং কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে দেখার পেছনে আরেকটি তাত্ত্বিক প্রশ্নও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সেটি হল, অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী। ক্ল্যাসিকাল ও নয়া ক্ল্যাসিকাল উভয় দৃষ্টিভঙ্গীতেই পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বাজার প্রক্রিয়ার সার্বভৌমত্ব ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বাজার প্রক্রিয়ায় অদৃশ্য হস্তই অর্থনীতিকে সবচাইতে ভালভাবে ও দক্ষভাবে পরিচালিত করতে পারে। তাঁদের মতে, রাষ্ট্রের ভূমিকা এখানে অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর। তাদের সিদ্ধান্ত ছিল যে, পুঁজিবাদ বা বাজার অর্থনীতি কোন সংকটে পতিত হলেও বাজার প্রক্রিয়া দিয়েই তার সব চাইতে কার্যকর সমাধান সম্ভব। অর্থনীতিতে স্বয়ংক্রিয়তা যদি এভাবে কাজ করে তাহলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একক অর্থনীতি বিশ্লেষণ যথেষ্ট।

১৯২০ এর দশকের শেষ দিকে শুরু হয়ে ১৯৩০ এর দশকে অর্ধেকেরও বেশি সময়কাল জুড়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অর্থনীতিতে যে গভীর, দীর্ঘস্থায়ী, একটানা ও অনমনীয় সংকট দেখা দেয় তাকে আমরা মহামন্দা বলে জানি। এর আগেও মন্দাসহ নানা সংকট পুঁজিবাদী বিশ্বে এসেছে কিন্তু এর মতো বিপুল ও সর্বব্যাপী চেহারা তার কখনই ছিল না। এর মতো দীর্ঘস্থায়ীও তা কখনো হয়নি। এই মহামন্দা অর্থশাস্ত্রে কয়েকটি বিষয়ে নতুনভাবে চিন্তা করবার তাগিদ সৃষ্টি করে:

- নিখুঁত প্রতিযোগিতা বাস্তবে কার্যকর নয়।
- অর্থনীতি একক ভোক্তা বা একক উৎপাদকের নয়। এই একক নানাভাবে অন্য অনেকের সঙ্গে যুক্ত।
- একক ভোক্তা বা একক উৎপাদকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে অর্থনীতির অনেক উপাদান আছে যা ব্যষ্টিক অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে।
- বাজার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজার অর্থনীতির সংকট দূর করতে পারে না।
- রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং জাতীয় অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি ব্যষ্টিক পর্যায়ের অর্থনীতির বিকাশ ও তার সংকট মোকাবেলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

মাইকেল কালেকী, জোয়ান রবিনসন ও জে. এম কেইনস অনিখুঁত বাজার এবং অর্থনীতির সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক অবদান রাখেন। আজকের সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র প্রধানত: এদের এই তাত্ত্বিক অবদানের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। বিশেষত : সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রে যার উপস্থিতি বেশি দেখা যায় কিংবা যার কাঠামো অবলম্বন করে এই অর্থশাস্ত্র সবচাইতে বেশি বিস্তার লাভ করেছে তিনি হচ্ছেন জে.এম. কেইনস।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মাইকেল কালেকী, জোয়ান রবিনসন ও জে. এম কেইনস অনিখুঁত বাজার এবং অর্থনীতির সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক অবদান রাখেন। আজকের সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র প্রধানত: এদের এই তাত্ত্বিক অবদানের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। বিশেষত : সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রে

যার উপস্থিতি বেশি দেখা যায় কিংবা যার কাঠামো অবলম্বন করে এই অর্থশাস্ত্র সবচাইতে বেশি বিস্তার লাভ করেছে তিনি হচ্ছেন জে.এম. কেইনস।

১৯৩৩ সালে নরওয়েজিয়ান অর্থনীতিবিদ রেগনার ফ্রিচ (Ragnar Frisch)-ই প্রথম অর্থশাস্ত্রের বিশ্লেষণের দুটো ভিন্ন এলাকাকে বোঝানোর জন্য "micro-dynamics" ও "macro-dynamics" ধারণা চালু করেন। এগুলোই পরবর্তীতে যথাক্রমে "microeconomics' 'বা ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্র এবং "macroecnomics" বা সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র হিসেবে পরিচিত হয়।

সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও তার উপাদান

সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের উপাদান হিসেবে আমরা যেসব বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখি তার মধ্যে আছে: জাতীয় আয়, কর্মসংস্থান, গড় চাহিদা-যোগান, দামস্তর, মুদ্রাস্ফীতি, সরকারী রাজস্ব নীতি, মুদ্রানীতি, বাণিজ্য।

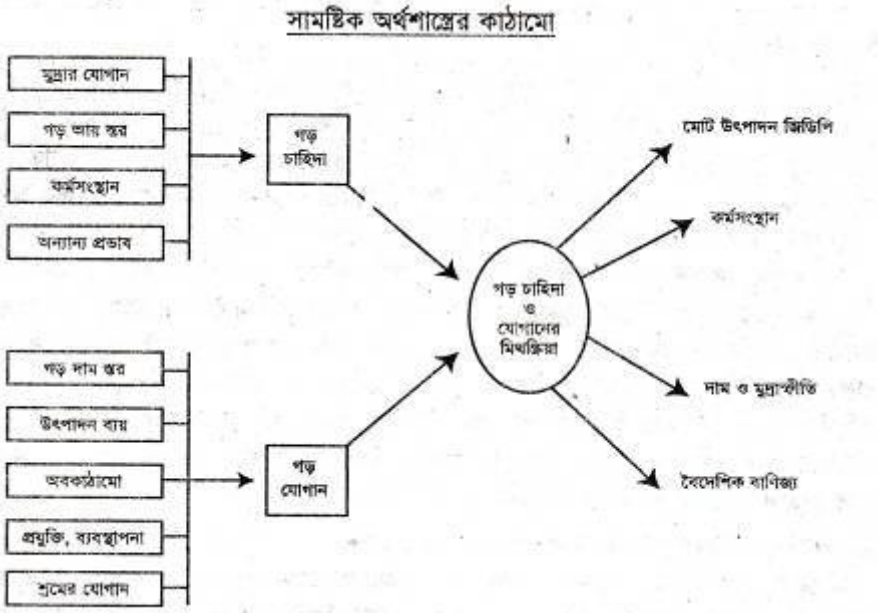

উপরের চিত্রে একটি অর্থনীতিতে কি কি উপাদান গড় চাহিদা ও গড় যোগান গঠন করে এবং সেগুলো মিলে সামগ্রিক অর্থনীতিতে কি কি উপাদানকে নির্ধারণ করে তার একটি পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্রে যেখানে একক (ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান) চাহিদা, যোগান, আয়, কর্মসংস্থান, পণ্যের দাম ইত্যাদি বিশ্লেষণই প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে সেখানে সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রে গুরুত্ব দেয়া হয় গড় ও সামগ্রিক ক্ষেত্রে চাহিদা, যোগান, আয়, কর্মসংস্থান, দামস্তর ইত্যাদির উপর। এছাড়া বিশ্লেষণ কাঠামোর কারণেই ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্রে সরকারের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেয়া হয় না, অন্যদিকে যে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের উদ্ভব তার কারণেই সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রে সরকারের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্ব পায়।

নিচের ছকে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের পার্থক্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের পার্থক্য

ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্র	সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র
একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা যোগান	অর্থনীতির সামগ্রিক চাহিদা ও যোগান
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়	সমগ্র অর্থনীতির আয় বা জাতীয় আয়
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মসংস্থান	সমগ্র অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান
একক পণ্যের দাম ও তার পরিবর্তন	সমগ্র অর্থনীতির দামস্তর
একক ব্যক্তির ভোগ	সমগ্র অর্থনীতির ভোগ
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ	সমগ্র অর্থনীতিতে বিনিয়োগ
সরকারের ভূমিকার খুব গুরুত্ব নেই	সরকারের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ

সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হল জাতীয় আয়। আমরা পরের পাঠে জাতীয় আয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নেবার সঙ্গে সঙ্গে সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের বিশ্লেষণ কাঠামো সম্পর্কেও ধারণা পাবো।

সারসংক্ষেপ

ক্ল্যাসিকাল ও নয়া ক্ল্যাসিকাল দৃষ্টিভঙ্গীতে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বাজার প্রক্রিয়ার সার্বভৌমত্ব ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৩০ এর দশকের মহামন্দা অর্থশাস্ত্রে নতুনভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন সৃষ্টি করেছিল যার ফলশ্রুতিতে সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। জাতীয় আয়, মুদ্রাস্ফীতি, কর্মসংস্থান, দামস্তর, সরকারী রাজস্ব নীতি, সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের উপাদান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১৩.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. অর্থশাস্ত্রকে দুটো ভিন্নভাগে প্রথম বিশ্লেষণ করেছেন:
   ক. জোয়ান রবিনসন খ. মাইকেল কালেকী
   গ. জে.এম কেইনস ঘ. রেগনার ফ্রিচ
২. সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রে গুরুত্ব দেয়া হয়:
   ক. একক পণ্যের দাম খ. ব্যক্তির বিনিয়োগ
   গ. সমগ্র অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান ঘ. একক ব্যক্তির ভোগ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ১৯৩০-এর দশকে মহামন্দার পরে অর্থশাস্ত্রে কি কি প্রশ্ন উত্থাপিত হল?
২. ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্যগুলো কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কি ভাবে বর্তমান পর্যায়ের সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র গড়ে উঠলো?
২. সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য কি? ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে তার পার্থক্য চিহ্নিত করুন।

পাঠ - ২

জাতীয় আয়

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন –

- *জাতীয় আয় কি*
- *বাংলাদেশের জাতীয় আয় ও সামষ্টিক অর্থনীতি*
- *জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি*

জাতীয় আয়

একটি রাষ্ট্রে সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝার জন্য সামগ্রিক উৎপাদন ও আয়কে দেখার চেষ্টা করা হয়। জাতীয় আয় ধারণার ব্যবহার এভাবেই অর্থশাস্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জাতীয় আয় পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। জাতীয় আয়কে বিভিন্ন ভাবে দেখানো হয়ে থাকে।

জাতীয় আয় আলোচনায় যে ধারণাগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হল: মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (Gross Domestic Product, GDP), মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product, GNP), নীট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product, NNP)।

জিডিপি বলতে একটি নির্দিষ্ট অর্থনীতিতে নির্দিষ্ট সময়ে সকল দ্রব্য ও সেবার মোট মূল্য বোঝায়। এটি পরিমাপের জন্য তিনটি পদ্ধতি আছে: চূড়ান্ত দ্রব্য পদ্ধতি, মূল্যসংযোজন পদ্ধতি এবং আয় পদ্ধতি।

মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (যা সাধারণভাবে জিডিপি হিসেবে অভিহিত হয়) একটি দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে মোট উৎপাদন ও কাজ বোঝার জন্য সবচাইতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। জিডিপি বলতে একটি নির্দিষ্ট অর্থনীতিতে নির্দিষ্ট সময়ে সকল দ্রব্য ও সেবার মোট মূল্য বোঝায়। এটি পরিমাপের জন্য তিনটি পদ্ধতি আছে: চূড়ান্ত দ্রব্য পদ্ধতি, মূল্যসংযোজন পদ্ধতি এবং আয় পদ্ধতি।

নীট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (Net domestic product): নীট অভ্যন্তরীন উৎপাদন বা এনডিপি পরিমাপের কার্যকর পথ হচ্ছে জিডিপি থেকে অবচয় বাদ দেয়া। এনডিপির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য যার অন্তর্ভুক্ত থাকে নীট বিনিয়োগ অর্থাৎ অবচয় বাদ দিয়ে মোট বিনিয়োগ।

মোট জাতীয় উৎপাদন বা GNP বলতে শুধুমাত্র একটি দেশের নাগরিকদের উৎপাদিত দ্রব্য ও কাজের মোট মূল্যকে বোঝায়। সেই হিসেবে জিএনপি-তে কোন দেশে বিদেশীদের আয় ধরা হয় না, কিন্তু সে দেশের নাগরিকদের বিদেশ থেকে প্রেরিত আয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একটি দেশের অর্থনীতির গতি প্রকৃতি বোঝার জন্য জিডিপি-র চাইতে জিএনপি অধিকতর কার্যকর পদ্ধতি হলেও জিএনপি-র তথ্য তুলনামূলকভাবে কম পাওয়া যায়।

জাতীয় আয় পরিমাপের দুই পদ্ধতি

জাতীয় আয় সাধারণত: দুই ভাবে পরিমাপ করা হয়। একটি হল: দ্রব্য প্রবাহ হিসাব (Flow-of-product or Final goods approach), আরেকটি হল আয় বা ব্যয়প্রবাহ হিসাব (Income or cost approach)। দুই হিসাবের ফলাফল পার্থক্য হবার কথা নয়। এছাড়া মূল্যসংযোজন পদ্ধতিতেও জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায়।

চূড়ান্ত দ্রব্য প্রবাহ হিসাব (Flow-of-product or Final Goods approach)

এক ধরনের দ্রব্য আছে যেগুলো উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় (পাট, তুলা, মেশিন) আর কিছু দ্রব্য আছে যেগুলো ভোক্তারা চূড়ান্ত দ্রব্য (চাল, ডাল, সব্জী, দুধ, কাপড়. টিভি) হিসেবে ভোগ করেন।

প্রতিবছর একটি অর্থনীতিতে বিপুলসংখ্যক দ্রব্য (goods) এবং সেবা (service) একটি দেশের নাগরিকেরা উৎপাদন ও ভোগ করেন। এর মধ্যে চাল, ডাল, সব্জী, গম, দুধ থেকে পাট, তুলা, মেশিন, কাপড়, টিভি পর্যন্ত আছে। খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, এই তালিকায় দুই ধরনের দ্রব্য আছে। এক ধরনের দ্রব্য আছে যেগুলো উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় (পাট, তুলা, মেশিন) আর কিছু দ্রব্য আছে যেগুলো ভোক্তারা চূড়ান্ত দ্রব্য (চাল, ডাল, সব্জী, দুধ, কাপড়. টিভি) হিসেবে ভোগ করেন। আর সেবা (service) যেগুলো বিভিন্ন আয়ের জনগোষ্ঠী ভোগ করেন তার মধ্যে চুল কাটা, রিক্সা সহ পরিবহন, দোকান, চলচ্চিত্র সহ অনেক কাজই অন্তর্ভুক্ত। দ্রব্য প্রবাহ হিসেবে সেবা ছাড়া দ্রব্যগুলোর মধ্যে চূড়ান্ত দ্রব্যগুলোই ব্যবহার করা হয়। সে হিসেবে চূড়ান্ত দ্রব্যগুলোর সঙ্গে তার বাজার দাম গুণ করেই হিসাব দাঁড় করানো হয়।

$$Y = C + I + G + X - M$$

এখানে, Y= জিডিপি, C = মোট ভোগ, I = মোট বিনিয়োগ, G = মোট সরকারী দ্রব্য ও সেবা ক্রয়, (X-M) = নীট রপ্তানি।

আয় বা ব্যয় প্রবাহ হিসাব (Income or cost approach)
এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আয় ও ব্যয়কে হিসাব করে জিডিপি দাঁড় করানো হয়। এতে আরেক দিক থেকে বিভিন্ন উৎপাদন উপাদানের আয়কে যোগ করা হয়। এগুলো হল, নিচের সমীকরণ অনুযায়ী যথাক্রমে খাজনা (r), মজুরি (w), সুদ (i), মুনাফা (π)। অর্থাৎ

$Y = \sum r + \sum w + \sum i + \sum \pi$

নিচে দুই পদ্ধতির একটি তুলনামূলক আলোচনা উপস্থিত করা হল।

ছক ১: দুই পদ্ধতির তুলনা

দ্রব্য প্রবাহ পদ্ধতি **জিডিপির উপাদান**	**আয় বা ব্যয় প্রবাহ পদ্ধতি** **জিডিপির অন্তর্ভুক্ত আয় বা ব্যয়ের ক্ষেত্র**
• দ্রব্য ও সেবা ভোগ (C)	• মজুরি, বেতন ও অন্যান্য আয়
+ মোট বেসরকারী অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ (I)	+ সুদ, খাজনা এবং অন্যান্য সম্পত্তি আয়
+ সরকারী ব্যয় ও বিনিয়োগ (G)	+ পরোক্ষ কর ও অবচয় + মুনাফা
+ নীট রপ্তানি (X)	= মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন।
= মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন।	

চিত্র ১৩.১-এ এটি আরও পরিষ্কার হবে।

মূল্য সংযোজন পদ্ধতি (Value added appoach)
এটি এক হিসেবে একটি প্রতিষ্ঠানের আয় এবং ব্যয়ের পার্থক্যটি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে। অর্থাৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সর্বশেষ স্তরে যে মূল্য সংযোজন হল সেটিই কেবলমাত্র হিসাবে ধরা হয়। এর ফলে প্রতিটি স্তরে মূল্য যা সংযোজন হয় তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

সরকারী অন্যান্য ব্যয় (Other government expenditure)

সরকারী ব্যয় জিডিপির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে এখানে বলা দরকার যে, সরকারী ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জিডিপিতে ধরা হয় না। তাকে বলে স্থানান্তরিত ব্যয় (Transfer payment)। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে সরকারের এমন ধরনের ব্যয় যা সরকার নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে প্রদান করে বা তাদের জন্য ব্যয় করে থাকে কোন দ্রব্য বা সেবার জন্য নয় বরঞ্চ রাষ্ট্রীয় নীতি ও দায়িত্বের অংশ হিসেবে। এর মধ্যে আছে: বেকার ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের জাতীয় আয়
নিচের ছকে ১৯৭২ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের অবস্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জিডিপির একটি চিত্র দেখা যাচ্ছে। এ থেকে পরিবর্তনের ধারণাটিও চিহ্নিত করা যায়।

ছক ২: চলতি দামে বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদন(জিডিপি) (কোটি টাকায়)

খাত	**১৯৭২-৭৩**	**(%)**	**১৯৭৯-৮০**	**১৯৯০-৯১**	**১৯৯৫ - ৯৬**	**১৯৯৮-৯৯ (%)**
মোট	**৪৯৮৫**	**(১০০)**	**১৯৬০৫**	**৮৩৪৩৯**	**১৩০১১৮**	**১৭৪৯২৬**	**(১০০)**
১. কৃষি	২৪৭১	৪৯.৫৭	৮০৮২	৩০০৫৯	৩৯৯৮৭	৫২৩৯৬	২৯.৯৫
শস্য	১৯৪৯	৩৯.০৯	৬৩১৩	২১৭৮২	২৪৬৫৫	৩০২৮৮	১৭.৩১
বনজ সম্পদ	১১৪	২.২৯	৪৪৬	২৮৬৪	৪৩০৬	৫৬৮৭	৩.২৫
পশু সম্পদ	১৬৩	৩.২৭	৭২৬	২৬৫৬	৪৬৮৬	৬৭৬১	৩.৮৬
মৎস্য সম্পদ	২৪৫	৪.৯১	৫৯৭	২৭৫৭	৬৩৪০	৯৬৫৯	৫.৫২
২. খনি	১	-	১১	২৬	৬১		০.০৩
৩. শিল্পসমূহ	৩৯৪	৭.৯০	২২০১	৭২৮০	১২৪৫৫	১৫৬৪০	৮.৯৪
বৃহদায়তন	১২০	২.৪০	১১৭৯	৪২২৬	৮১৬৭	১০৩১৪	৫.৮৯
ক্ষুদ্রায়তন	২৭৪	৫.৫০	১০২২	৩০৫৪	৪২৮৮	৫৩২৬	৩.০৪
৪. নির্মাণ	২১৯	৪.৩৯	৯৩১	৪৭২৬	৭৫২৩	১০৪৮০	৫.৯৯
৫. বিদ্যুৎ,গ্যাস, পানিও সেনিটারী সেবাসমূহ	১৩	০.২৬	৬১	১১২০	২৭০৬	৩৪২৪	১.৯৫
৬. পরিবহন,মজুদ ও যোগাযোগ	৫২৫	১০.৫৩	২২৬৫	৯৭৭০	১৪৬০০	১৮৫২৩	১০.৫৮
৭. বানিজ্য সেবাসমূহ	৩৯৭	৭.৯৬	১৯১৬	৬৮২৮	১১৬৯০	১৫৬১২	৮.৯২
৮. গৃহায়ন সেবাসমূহ	৪৬৯	৯.৪১	৭৫৩	৭৩৮৭	১২৩৮৯	১৬৫১৮	৯.৪৪
৯. লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	১১৩	২.২৬	৫৫০	৩৮১৯	৭১৩৩	১০৩১৩	৫.৮৯
১০. ব্যাংক ও বীমা	৫৪	১.০৮	৩১০	১৬৩০	২৪৬৫	৩২৮৩	১.৮৭
১১. পেশাগত ও বিবিধ সেবাসমূহ	৩৩০	৬.৬২	১৫৩৫	১০৮০৯	১৯১৪৪	২৯০৩৬	১৬.৫৯

নিচের ছকে কয়েকটি সামষ্টিক উপাদান বাংলাদেশে কি অবস্থায় আছে তার একটি চিত্র দেওয়া হল।

ছক ৩ : বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির চিত্র, ২০০০

চলতি দামে জিডিপি	২,৪১,২৭৪ কোটি টাকা
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	৫.৬
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপির শতকরা হার)	
অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	১৭.৭৮
জাতীয় সঞ্চয়	২২.৬০
মুদ্রাস্ফীতি	৮%
বাণিজ্য শর্ত	৯৮.১
মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার	৫৪.১৫

সারসংক্ষেপ

জাতীয় আয়ের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রে সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝার জন্য সামগ্রিক উৎপাদন ও আয়কে দেখার চেষ্টা করা হয়। জাতীয় আয় পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। সাধারণত: দুইভাবে মোট জাতীয় উৎপাদন করা যায়। একটি দ্রব্য প্রবাহ হিসাব অন্যটি আয় বা ব্যয়প্রবাহ হিসাব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১৩.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোন দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত হয়
   ক. সেই দেশে কর্মরত বিদেশীদের আয়
   খ. সেই দেশের নাগরিকদের বিদেশ থেকে প্রেরিত আয়
   গ. সেই দেশের কর্মরত বিদেশী কোম্পানীর আয়
   ঘ. সেই দেশের নাগরিকদের বিদেশে সঞ্চিত আয়

২. দ্রব্য প্রবাহ পদ্ধতিতে জিডিপির উপাদান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়:
   ক. মজুরি খ. নীট রপ্তানি
   গ. পরোক্ষ কর ঘ. সুদ ও খাজনা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. স্থানান্তরিত ব্যয় বলতে কি বোঝায়?
২. মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও নীট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সংজ্ঞা দিন।
৩. মূল্য সংযোজন পদ্ধতি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিগুলো আলোচনা করুন।
২. বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির একটি চিত্র দিন। জাতীয় আয়ে পরিবর্তনের প্রবণতা চিহ্নিত করুন।

পাঠ - ৩

জাতীয় আয় হিসাবের কয়েকটি দিক

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন –
- ◆ *দ্বৈত হিসাবের সমস্যা*
- ◆ *দৃশ্যমান ও প্রকৃত জিডিপি*
- ◆ *ক্রয়ক্ষমতা বিবেচনায় আন্তর্জাতিক তুলনায় জিডিপির নতুন উপস্থাপন (পিপিপি)*

দ্বৈত হিসাবের সমস্যা (Problem of 'double counting')

জিডিপির হিসাবে শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য অর্থাৎ যেগুলো শুধুমাত্র ভোক্তার ভোগের জন্যই ব্যয় হয় সেগুলোই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমস্যা দেখা দেয় তখনই যখন কোন মধ্যবর্তী দ্রব্য (intermediate goods) চূড়ান্ত দ্রব্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় যেমন গম বা সুতা কোন কোন ক্ষেত্রে চূড়ান্ত দ্রব্য কোন কোন ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী দ্রব্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সেজন্য এক্ষেত্রে শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত দ্রব্যই, অর্থাৎ গম নয় আটা বা রুটি এবং তুলা নয় কাপড় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আয় ব্যয় প্রবাহের হিসাবেও দ্বৈত হিসাবের সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন একটি প্রতিষ্ঠানের কাপড় বিক্রির আয় হিসাব করা হলো। কিন্তু কাপড়ের দামের মধ্যে সুতার দাম অন্তর্ভুক্ত থাকলেও সুতা থেকে আয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে দ্বৈত হিসাবের সমস্যা দেখা দেবে। এই সমস্যা থেকে মুক্ত থাকবার জন্যই ব্যবহার করা হয় 'মূল্য সংযোজন পদ্ধতি' (value added appoach)।

আয় ব্যয় প্রবাহের হিসাবেও দ্বৈত হিসাবের সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন একটি প্রতিষ্ঠানের কাপড় বিক্রির আয় হিসাব করা হলো। কিন্তু কাপড়ের দামের মধ্যে সুতার দাম অন্তর্ভুক্ত থাকলেও সুতা থেকে আয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে দ্বৈত হিসাবের সমস্যা দেখা দেবে। এই সমস্যা থেকে মুক্ত থাকবার জন্যই ব্যবহার করা হয় 'মূল্য সংযোজন পদ্ধতি'।

প্রকৃত ও দৃশ্যমান জিডিপি (Real & Nominal GDP)

আমরা জিডিপি পরিমাপ করতে বাজার দামস্তর ব্যবহার করি কিন্তু দামস্তর কোন অপরিবর্তনীয় বা স্থির ব্যাপার নয়। বাজার অর্থনীতির দামস্তর অব্যাহতভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। দামস্তর এভাবে পরিবর্তিত হলে জিডিপির মূল উপাদানের জন্য নয় বরঞ্চ দামস্তরের জন্য জিডিপির মূল্য বদলে যায়। তার জন্য দৃশ্যমান জিডিপি প্রকৃত জিডিপিকে প্রতিফলিত করে না। সেকারণে দরকার হয় দৃশ্যমান জিডিপি থেকে প্রকৃত জিডিপি বের করার।

প্রকৃত জিডিপি আসলে একটি আপেক্ষিক ধারণা। আপেক্ষিক এই অর্থে যে, দৃশ্যমান জিডিপি যেখানে পরিবর্তনশীল দামস্তর দিয়েই প্রকাশ করা হয় সেখানে প্রকৃত জিডিপি প্রকাশ করা হয় একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ের দামস্তরকে স্থির ধরে তার ভিত্তিতে অন্যান্য সময়ের জিডিপি পরিমাপ করা হয়। এতে করে বিভিন্ন সময়ের জিডিপির তুলনামূলক চিত্র পাওয়া সম্ভব হয়।

প্রকৃত জিডিপি বের করবার জন্য যে অনুপাতটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় সেটি হল জিডিপি ডিফ্লেটর (GDP deflator)। দৃশ্যমান জিডিপিকে প্রকৃত জিডিপি দিয়ে ভাগ করলে জিডিপি ডিফ্লেটর পাওয়া যায়। আবার অন্যদিক থেকে দৃশ্যমান জিডিপিকে জিডিপি ডিফ্লেটর দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাই প্রকৃত জিডিপি। জিডিপি ডিফ্লেটরকে অনেকসময় জিডিপির দাম হিসাবে বর্ণনা করা হয়।

$$\text{প্রকৃত জিডিপি} = \frac{\text{দৃশ্যমান জিডিপি}}{\text{জিডিপি ডিফ্লেটর}} = \frac{PQ}{P}$$

দামের পরিবর্তনের প্রভাব থেকে জিডিপিকে আলাদা করে স্থির ব্যয়ে হিসাব করলে জিডিপির প্রকৃত পরিবর্তন বোঝা যায়।

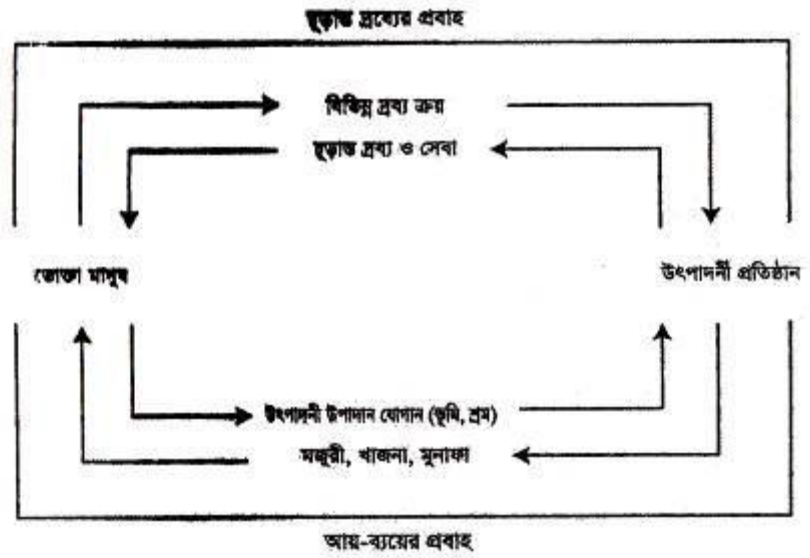

চিত্র : ১৩.১ সামষ্টিক অর্থনীতির তৎপরতার চিত্র

জিডিপির হিসাব বহির্ভূত বিষয়াদি

যেসব অর্থনৈতিক তৎপরতা অর্থনীতির বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, মুনাফা, মুদ্রা সরবরাহকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে কিন্তু জিডিপিতে সরাসরি অন্তর্ভুক্ত হয় না তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'কালো অর্থনীতি' বলে পরিচিত গোপন, বেআইনী অর্থনীতি। ইউএনডিপি বা জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে জিডিপির শতকরা প্রায় ৩০ ভাগের বেশি এই অর্থনীতির মধ্যে পড়ে।

এই চিন্তা এখন অর্থশাস্ত্রে অধিক থেকে অধিকতর হারে প্রভাব বিস্তার করছে যে, প্রচলিত জিডিপি হিসাব পদ্ধতি পুঁজিবাদী অর্থনীতি বা বাজার অর্থনীতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তৎপরতাকে হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে না। যেসব অর্থনৈতিক তৎপরতা অর্থনীতির বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, মুনাফা, মুদ্রা সরবরাহকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে কিন্তু জিডিপিতে সরাসরি অন্তর্ভুক্ত হয় না তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'কালো অর্থনীতি' বলে পরিচিত গোপন, বেআইনী অর্থনীতি। ইউএনডিপি বা জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে জিডিপির শতকরা প্রায় ৩০ ভাগের বেশি এই অর্থনীতির মধ্যে পড়ে। চোরাচালানী, কালোবাজারী, বেআইনী কমিশন, ঘুষ, রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠন ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। ১৯৮৫ সালে লিভারপুল ইউনিভার্সিটির গবেষক দল যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে এই হিসাব করেছে ১৪.৫ ভাগ। ইটালীতে এক হিসাবে কালো অর্থনীতি ধরা হয়েছে জিডিপির শতকরা ৩০ ভাগ। ১৯৮৭ সালে ইটালীয় পরিসংখ্যানবিদেরা তাদের দেশের জাতীয় আয় পরিমাপের সময় শতকরা ১৮ ভাগ অতিরিক্ত যোগ করা শুরু করেন।[২৭]

আবার পদ্ধতিগত সমস্যার কারণে অনেক কাজ বা শ্রম বা সেবা জিডিপিতে এখনও অন্তর্ভূক্ত হয় না কিন্তু যেগুলো অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে কৃষি এবং গৃহে ব্যয় সাশ্রয়ী নারী শ্রম কিংবা কৃষি, সজীচাষ, মাছধরা ইত্যাদির বাজার বহির্ভূত শ্রম উল্লেখযোগ্য।

ক্রয়ক্ষমতার সাম্য ভিত্তিক জিডিপি (Purchasing power parity, PPP, based GDP)

একটি দেশের জিডিপি পরিমাপে সেদেশের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা চলতি দামস্তর অনুযায়ী হিসাব করা হয়। আবার জিডিপির প্রকৃত গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য জিডিপি ডিফ্লেটর ব্যবহার করা হয়। একটি নির্দিষ্ট বছরের দামস্তরকে স্থির ধরে তার সাপেক্ষে বিভিন্ন বছরের জিডিপি নির্ধারণের মাধ্যমে জিডিপির প্রকৃত প্রবৃদ্ধি চিহ্নিত করবার চেষ্টা হয়। কিন্তু যখন আমরা বিভিন্ন দেশের জিডিপির মধ্যে একটি তুলনামূলক অবস্থা পর্যালোচনা করতে চাই তখন এসব পদ্ধতি যথেষ্ট হয়না। কেননা, একেকটি দেশ একেক মুদ্রা ব্যবহার করছে এবং বিভিন্ন দেশের দামস্তর বিভিন্ন রকম। তার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একই পণ্যসামগ্রী কিনতে যে ডলার প্রয়োজন বাংলাদেশে তার চাইতে অনেক কম ডলার দিয়ে সেই পণ্যসামগ্রী কেনা সম্ভব। এই কারণে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা করবার জন্য বর্তমানে ক্রয়ক্ষমতার সাম্য (Purchasing power parity, PPP) ধারণা ব্যবহার করা হয় এবং তার ভিত্তিতে জিডিপিও দেখানো হয়। এতে বিভিন্ন দেশের পণ্য ও সেবাসমূহ তাদের নিজ নিজ বাজার বিনিময় হার- এর মধ্যে সীমিত না রেখে সেগুলোকে অভিন্ন হিসাবের আওতায় আনা

[২৭] Philip Hardwick, Bahadur Khan and John Long Mead : *An Introduction to modern Econocics,* ELBS, London, 1994

হয়। এতে যেসব দেশে বাজার সম্পর্ক ছাড়াও অনেক অর্থনৈতিক তৎপরতা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় চলছে সেসব দেশের আয়ে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। এর সবচাইতে কার্যকর উদাহরণ হলো চীন। চীনের প্রচলিত হিসাবে জাতীয় আয় দেখলে এটি হলো তথাকথিত দরিদ্র বা অনুন্নত দেশ কিন্তু পিপিপি দিয়ে চীনের জিডিপি হিসাব করলে দেখা যায় এটি বিশ্বের তৃতীয় অবস্থানের দেশ, কোন কোন বছর দ্বিতীয়। আন্তর্জাতিক অর্থনীতি বোঝার জন্য তাই পিপিপি পদ্ধতি এখন খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়।

নিচের ছকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই নিজের মুদ্রা দিয়ে একটি দেশের জিডিপি ও ক্রয়ক্ষমতার আন্তর্জাতিক তুলনার পিপিপি দিয়ে জাতীয় আয় পরিমাপে কত তফাৎ হয়।

ছক ২: বাজার বিনিময় হার ও পিপিপি দিয়ে জিডিপি পরিমাপের ভিন্ন চিত্র, ১৯৯৬

দেশের নাম	বাজার বিনিময় হার অনুযায়ী জিডিপি (বিলিয়ন ডলার) ১৯৯৪	ক্রয়ক্ষমতার সাম্য বিনিময় অনুযায়ী জিডিপি (বিলিয়ন ডলার) ১৯৯৪	বাজার বিনিময় হার অনুযায়ী মাথাপিছু জিডিপি (ডলার)	ক্রয়ক্ষমতার সাম্য বিনিময় হার অনুযায়ী মাথাপিছু জিডিপি (ডলার)
যুক্তরাষ্ট্র	৬৬৪৮	৬৬৪৮	২৬,৯৮০	২৬,৯৮০
জাপান	৪৫৯১	২৮০২		
চীন	৫২২	২৪৭৩	৬২০	২৯২০
জার্মানী	২০৪৬	১৫৫৮		
যুক্তরাজ্য	১০১৭	৯৯৭	১৮,৭০০	১৯,২৬০
ভারত			৩৪০	১৪০০
বাংলাদেশ	২৭.৬০	১৫৮.৭০	২৪০	১৩৮০

সারসংক্ষেপ

দৃশ্যমান ও প্রকৃত জিডিপি এক নয়। পদ্ধতিগত সমস্যার কারণে অনেক কাজ বা শ্রম বা সেবা জিডিপিতে এখনও অন্তর্ভুক্ত হয় না অথচ এগুলো অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা করবার জন্য বর্তমানে 'ক্রয়ক্ষমতার সাম্য' ধারণা ব্যবহার করা হয় এবং তার ভিত্তিতে জিডিপিও দেখানো হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১৩.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. দ্বৈত হিসাবের সমস্যা দেখা দেয়-
   ক. মধ্যবর্তী দ্রব্যের ক্ষেত্রে খ. চূড়ান্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে
   গ. স্থানান্তরিত ব্যয়ের ক্ষেত্রে ঘ. কোন ক্ষেত্রেই নয়
২. বিভিন্ন দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনার জন্য ব্যবহার করা হয়:
   ক. চলতি দামে জিডিপির হিসাব খ. ক্রয়ক্ষমতার সাম্য
   গ. মূল্য সংযোজন পদ্ধতি ঘ. আয় বা ব্যয় প্রবাহ হিসাব

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দ্রব্য প্রবাহ হিসাব পদ্ধতির সঙ্গে আয় ও ব্যয় প্রবাহ হিসাব কোন্ কোন্ দিক থেকে পৃথক?
২. প্রকৃত ও দৃশ্যমান জিডিপি বলতে কি বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জিডিপির হিসাবের বাইরে কি অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্ভব? বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করুন।
২. পিপিপি কি? "জিডিপির চাইতে পিপিপির ব্যবহারই প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝতে সাহায্য করে"- ব্যাখ্যা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

পাঠ - ১ : ১. ঘ ২. গ

পাঠ - ২ : ১. খ ২. খ
পাঠ - ৩ : ১. ক ২. খ